মুখোমুখি জীবন

জাকির আবু জাফর

কবিতার বিষয় কি হবে ?
এর উত্তর সবকিছুই। আসলে
কবিতা লেখার পেছনে কবির
প্রবল ইচ্ছেটাই কাজ করে অন্য
কিছু নয়। তবে যে কোনো
কবিতা কবির বিশ্বাস বা বোধের
রঙ রেখাকে মনের অজান্তেই
ফাঁস করে দেয়।
মুখোমুখি আজীবন কাব্যগ্রন্থে
কবির ভাবনায় জেগে উঠেছে
সুতীব্র বেদনা, শিহরিত উদ্বেগ,
প্রগাঢ় বিশ্বাস আর স্বপ্নময়
মুগ্ধতা। তাই তার কবিতার
ছায়াপথ জুড়ে বহুবর্ণে উজ্জ্বল
হয়ে উঠেছে স্বপ্নের বিনম্র
সকাল, খরতাপ রোদের
আস্ফালন, বিকেলময় সুখের কষ্ট
আর সন্ধ্যার নিঝুম বিষণ্নতা।
অবলীলায় ঘুম জড়ানো
চন্দ্রালোকে তিনি দেখে নেন
ধবল রূপসী খামার যেখানে
দুপুরে নূপুর বাজে। তাকে ছুঁয়ে
যায় নদীর ঘাটে দোলানো
শরীরের মত চুমু খাওয়া
বাতাস। নিসর্গের প্রখরতা কবির
হৃদয়ে তোলে গোপন খামের
মত কাতর কাঁপন। কিন্তু এই
অনুভবের উদ্যাম বাতাস
দিগন্তরেখার বাইরে জড়িয়ে নেয়
না বরং বিশ্বাসের হাঁপড় ফুঁ দিয়ে
কামারশালার লোহার মত প্রখর
করে বোধের নিগূঢ় চৈতন্য। যা
পাঠককে নিসর্গের সুখদ সিঁথি
বেয়ে আনত করে বিশ্বাসের
প্রমুগ্ধ নম্রতায়।

www.pathagar.com

জন্ম ফেনীর সোনাগাজীতে। সেখানেই শৈশব, কৈশোর। উচ্চ মাধ্যমিক ফেনী শহরে। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এবার লোক প্রশাসন বিভাগ থেকে এমএসএস দিয়েছেন। কৈশোর থেকেই কবিতার সঙ্গে সম্পর্ক। এ সম্পর্ক দিনে দিনে ভালোলাগা এবং ভালোবাসার ডালপালা মেলে। কবিতা ছাড়া সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমেও তার রয়েছে অবাধ বিচরণ। লিখছেন ছড়া, গান, প্রবন্ধ, গল্প। পত্রিকায় প্রকাশিত দুটো উপন্যাস বই আকারে প্রকাশের অপেক্ষায়। ৯০ দশকে যারা সাহিত্য চর্চায় লিপ্ত, জাকির আবু জাফর তাদের মধ্যে অন্যতম প্রতিশ্রুতিশীল। বিশেষ করে কবিতায় রয়েছে তার নিপুণ দক্ষতা। কবিতার নির্মাণ শৈলীতে রয়েছে অন্যরকম মুন্সিয়ানা। নির্ভুল ছন্দ, নান্দনিক উপমা তার কবিতাকে দিয়েছে ভিন্নমাত্রা। যা সহজেই অন্যদের চেয়ে জাকির আবু জাফরের স্বাতন্ত্র উজ্জ্বল করে।

www.pathagar.com

মুখোমুখি আজীবন

জাকির আবু জাফর

নসাস ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
নসাস ঢাকা'-র পক্ষে
ইফতেখার রসুল জর্জ
৪ দীননাথ সেন রোড, গেন্ডারিয়া, ঢাকা ১২০৪

একমাত্র পরিবেশক ঃ নওরোজ সাহিত্য সম্ভার
৪৬ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রকাশ কাল
ফেব্রুয়ারী ২০০০

প্রচ্ছদ অলংকরণ
গোলাম মোহাম্মদ

স্বত্ব ঃ মোহাম্মদ উল্লাহ আজাদ

কম্পোজ
প্রান্তিকা কম্পিউটারস
নসাস ঢাকা কম্পিউটার বিভাগ
৪৩/এ দীননাথ সেন রোড, ঢাকা ১২০৪

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

উৎসর্গ

প্রফেসর সালাহ্ উদ্দিন এম. আমিনুজ্জামান

শ্রদ্ধাভাজনেষু

www.pathagar.com

অন্যান্য বই

চাঁদের ভেলা
কালের সমুদ্র
নন্দিত বেদনা

www.pathagar.com

সূচীপত্র

শোকের শরাব	৯	২৭	অন্য কোথাও
এক লক্ষ ভালোবাসা	১০	২৮	ধুলির সুখাসন
জীবন ঢালি নদীর জলে	১১	২৯	কান্নাহাসি
আমার ভেতরে আমি	১২	৩০	চুমু খাওয়া বাতাস
বৃষ্টি ছিলো না	১৩	৩১	অসম্ভবের সম্ভাবনা
নারীর শরীর	১৪	৩২	দ্রোহের তরবারি
কী হবে সবুজ বনে	১৫	৩৩	হাজার কালো রাত পেরিয়ে
প্রেমের বাঁশি কেঁদে যায়	১৬	৩৭	দ্রোহের খামার
অথচ ধানের শীষে	১৭	৩৮	বুকের খাটে অচিন পাখি
পাড়ায় পাড়ায় রাত নেমেছে	১৮	৩৯	একটি বিকেল
মাতাল পৃথিবী	১৯	৪০	দাঁতাল দুপুর
ভোরের আকাশ	২০	৪১	সরোবরে মতিহার
শেষ হবে সব শেষে	২১	৪২	সাতসমুদ্র প্রেম
মুখোমুখি আজীবন	২২	৪৫	জোসনা গোসল
ফিরে দেখা	২৫	৪৬	আকাশ পাতাল
জীবনের অনুসঙ্গ	২৬	৪৭	হাত বাড়িয়ে আকাশ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শোকের শরাব

অচিন বেদনা হাহাকার করে মনে
কান্না-বৃষ্টি থমকে দাঁড়ায় বুকে
সমুদ্র যেন উথালি পাতালি ঢেউ
গর্জন ফোঁসে ধূমায়িত সিন্দুকে।
কখনো নিসাড় অস্থির ক্ষণ ছুঁয়ে
পাথর সময় নিসুপ্ত নিশ্চল
সাগরে সাগরে মুখোমুখি যেন তবু
অন্তর ফেটে রক্ত ভাসায় জল।

নিষ্ফলা তরু নিষ্ঠুর যেন নাড়া
বেঘোর ঝড়ের তুমুল অট্টহাসি
থরথর কাঁপে নিষিন্দা উতরোল
গোগ্রাসে গিলে উদাস সর্বনাশী
নিঝুম কান্না দলিত মথিত ভাঁজ
গলগল করে শোকের শরাব আজ।

০৮.১১.৯৯

www.pathagar.com

এক লক্ষ ভালোবাসা

অবমুক্ত করে দাও
বুকের বিস্তীর্ণ আকাশ।
এক লক্ষ উষ্ণ ভালোবাসা জোয়ার তুলুক
হৃদয়সমুদ্রে
নেচে উঠুক হিমায়িত প্রেমের কোরক।
দুখের খাঁড়িতে ঘাই দিক সুখের কোরাল।

০১.১০.৯৯

www.pathagar.com

জীবন ঢালি নদীর জলে

আমার যখন আদিম ব্যথায় কণ্ঠজ্বালা
কাল নাগিণীর ছোবল তখন বুক উতালা।
হৃদয় কোথায়? আর্তনাদের স্বপ্নবালি!
ব্যাকুল চিত্ত ব্যথার কুয়ায় জীবন ঢালি।
ডুবলো সাধের নায়ের গলুই কৃষ্ণ জলে
হঠাৎ সময় আঁটকে ফোঁপায় নীল কমলে।
দুইটি নয়ন মেঘনা নদীর জলের ধারা
অশ্রু বিহীন বক্ষে এখন বন্দি কারা।
রক্ত নেশায় গঙ্গাফড়িং নগ্নফণা
বন্য বাতাস করছে তোমায় অন্যমনা।

১০.১১.৯৯

www.pathagar.com

আমার ভেতরে আমি

হঠাৎ বিপুল বৃষ্টি বর্ষাকালে
মুছে যায় সব আকাশের ধুলিকণা
মেঘহীন ঐ হাওয়ার অন্তরালে
দিগন্ত জোড়া নীলের প্রবঞ্চনা।
কখনো কখনো নির্জনতার টানে
বিজন তারার আত্মহারার মত
মনের মাঝারে ভাব উচ্ছ্বাস যত
হারায় নীলের মুক্ত আকাশযানে।

তখন বিষাদ ভাষার বিলয় হয়ে
জীবনে জীবনে দ্বন্দ্ব দাঁড়ায় এসে
তরল গরল সরল গরদা বেয়ে
মূক হয়ে যাই হাহাকার আসে ভেসে।

আমি যে তখন আমার ভেতরে একা
স্নায়ু চেতনায় নিজেকে অচেনা দেখা।

০৮.১১.৯৯

www.pathagar.com

বৃষ্টি ছিলো না

কোনো এক নির্জন সন্ধ্যায়
শেফালির গন্ধ হয়ে এসেছিলে তুমি।
মেঘে মেঘে বিষণ্ন ছিলো আকাশ
অথচ বৃষ্টি ছিলো না।
সে দিন তুমি এসেছিলে বলে
রহস্যময়
সন্ধ্যা হয়েছিলো প্রেমময়ী
মনে হয়েছিলো আকাশের
তরঙ্গায়িত নক্ষত্রেরা মেঘের পাটাতন
ছেদ করে বিলয় হবে সমুদ্রে।
সমুদ্র থেকে জন্ম নেবে সমুদ্র
মেঘের আড়ালে মেঘ
জ্বলে উঠবে প্রেমের নক্ষত্র।

০৮.১১.৯৯

www.pathagar.com

নারীর শরীর

প্রেমের বাঁধন কেটে উঠে আসি আজ
ক্রমাগত বেড়ে যায় শোকের জোয়ার
ব্যাকুল ব্যথার সুখ স্বপ্ন স্বরাজ
ভেঙে গেছে প্রেম কাঁচ কিসের জো-আর?

দারুণ খোলস পরা নারীর শরীর
হোকনা সে দূর দ্বীপ ছবির ধবল
কিংবা রূপসী কোনো রূপালী পরীর
বুকের খামারে তার হয় না ফসল।

ছলনা কঠিন প্রাণ পাথর কাছিম
ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ করে হৃদয় তামাম
খুঁজি না এখন আর সুখের জাজিম
মনের দুয়ারে বাঁধি অশ্রু আমাম।

যত দিন প্রাণ আছে বুকের খাঁচায়
প্রেম পাশে ঝুলে থাক ফুলের মাচায়।

০৮.১১.৯৯

www.pathagar.com

কী হবে সবুজ বনে

সাগরের কাছে যদি কোনো দিন
নদী প্রার্থনা করে পানি
সাগর সমস্ত পানি ঢেলে দেয় নদীকে
তবে কী হবে সেদিন!

আকাশ যদি বলে
ঠাঁই দাও তোমার বক্ষে পৃথিবী
কী করবে পৃথিবী তখন!

নক্ষত্ররাজি স্তূপ হয়ে
অন্ধকারের আশ্রয় প্রার্থী হবে যে দিন
কীভাবে টিকে থাকবে অন্ধকার!

হঠাৎ যদি ছিটকে পড়ে সূর্য
পৃথিবীর সবুজ অরণ্যে
কী হবে সবুজ বনের!

অতীত সমুদ্রে ডুবন্ত অজস্র দুপুর
কিংবা অনাগত ভবিষ্যতের সমস্ত সকাল এসে
যদি একটি দিবসে ভিড় জমাতে চায়
তবে কীভাবে আশ্রয় দেবে দিনের খেয়া!

হয়তো এভাবে অসম্ভবের বক্ষ থেকে জন্ম নেবে
সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। কিংবা সম্ভাবনার নদীগুলো
তলিয়ে যাবে অসম্ভব সমুদ্রে।

২৫.১.৯৯

www.pathagar.com

প্রেমের বাঁশি কেঁদে যায়

প্রেমের বাঁশি কেঁদে যায় নিরবে
অথচ ভালোবাসার রাখালেরা
ফেরেনি এখনো।
গুমোট অস্থিরতা
নিষিদ্ধ বায়ু!
কোথায় দাঁড়াবে আত্মার বোরাক।

২৮.০৯.৯৯

www.pathagar.com

অথচ ধানের শীষে

কাঁচা ঘাসের গন্ধ শুঁকে কে জানি বলেছিলো
বাতাস নয় আগের মত বিশুদ্ধ।
অথচ ধানের শীষে বেড়ে ওঠে
শরতের শিশু সকাল।
অস্থির আকাশ এবং
কেঁচোর বিষ্ঠায় রোয়ার গোছা ডুবুডুবু।
কোদালের কোপে ঠ্যাংকাটা চাষী
কী করে সরাবে বিষ্ঠার জঞ্জাল।

২৭.০৯.৯৯

www.pathagar.com

পাড়ায় পাড়ায় রাত নেমেছে

হৃদয় ফেটে খাল হয়েছে ভাসছে দুখের নাও
নায়ের কাছে কী আর এমন হাত বাড়িয়ে চাও!
তোমরা যখন কলের সুতোয় বাঁধ দিয়েছ দিল,
বন্য কপাট হা হয়েছে লাভ কি দিয়ে খিল।

জন্ম যাদের ডোবার জলে ঝিলের অধিবাস
দুঃখ করে ফল কি তাদের হলে সর্বনাশ।
গরম হাওয়া সেঁক দিয়ে যায় পাতার পিঠে নাক
নষ্ট এখন সবুজ পাতা মধ্যে যে তার ফাঁক।

ডাক দিয়েছি কবে কখন হয়নি জবাব তার
স্বর ফাটিয়ে শূন্যে কেবা ডাক দেবে বার বার।
পাড়ায় পাড়ায় রাত নেমেছে ডুবলো আলোর বান
ছিঁড়বে বুঝি বোধের রশি উদ্বেগে টানটান।

২২.০৯.৯৯

www.pathagar.com

মাতাল পৃথিবী

পাচাটা কুকুরের মত যারা
গোলামির ক্যাপসুল গিলে
চাটুবৃত্তির সারিন্দা বাজায়
দাসত্বের রশিকে
সম্মানের প্রতীক ভেবে
তোয়াজ করে যারা
যৎসামান্য সুযোগের লোভে
লকলক করে চোখের মধ্যমণি
তারাই নাকি গড়ে তুলবে আগামীর পৃথিবী!

নিশিশেয়ালের লালায়িত জিহ্বায় যারা
চেটে খায় মানুষের শোকের শরাব
পড়শীর অপরাধ চুষে
ঠান্ডা করে বিকলাঙ্গ বুক
তারাই আবার ভাগ্যাহত মানবের
হিমায়িত ফুসফুসে জাগাবে উষ্ণ স্পন্দন।

রীতির খাটিয়ায় যারা অন্ধ বধির
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে বিদ্বেষী আগুন
সাগরঢেউয়ের গোঙানি
যাদের ঘুম ভাঙাতে অক্ষম
একটি মাতাল পৃথিবীর পরিবর্তনে তারা
কী করে হবে অগ্রপথিক!

১৫.১১.৯৯

www.pathagar.com

ভোরের আকাশ

সুখ পড়েছে পাথর চাপা
ভাঙবে পাথর কে?
জাগছে হাজার সোনার ছেলে
হাতল তুলে দে।
ঘুচবে দীঘল রাতের কালি
জুড়তে হবে জীবনতালি
হাসবে ভোরের আকাশ নতুন
দুয়ার খুলেছে।

১১.১০.৯৯

www.pathagar.com

শেষ হবে সব শেষে

কেন যেন মন হয় হঠাৎ নিথর
জ্বলে ওঠে দাবানল মনের ভিতর।
সবকিছু আছে তবু যেন কিছু নাই
স্মৃতির দেয়াল ঘেষে কান্না থামাই।
সেই শোকে শোকগাঁথা অশ্রুর বান
দল বেঁধে নেচে ওঠে ব্যথার তুফান।
ধ্বংসের বালুচরে বেঁধে আছি ঘর
তাই বুঝি কেঁদে মরে প্রিয় অন্তর।

শেষ হবে সব শেষে আলোক রেখা
জীবনের মত করে জীবন দেখা।
সত্যি কিছুই শেষ হবে না ধরার
শুধুই নাটক এই জীবন মরার।

১৬.০৫.৯৯

www.pathagar.com

মুখোমুখি আজীবন

অতপর জীবন
রহস্যের কুয়াশা ভেদ করে
বুনো সাঁতারের মত
স্বপ্নসিঁড়ি ভেঙে নেমে আসে
বিমূর্ত কল্পনায়।
বিগলিত আবেগের থকথকে লালায়
প্লাবিত কল্পতরুর তটপ্রান্তর।
ভূমিষ্ঠ হয় স্বপ্নশিশুরা

পৃথিবীর গোলকে শিশুস্বপ্নেরা
হেঁটে যায় যখন মনে হয় জীবন মৃত্যুর ব্যবধান
পিঁপড়ের নিশ্বাসের মত রহস্যময়।
জিজ্ঞাসার হাতুড়ি বোধের দরোজায়
করাঘাত করে রহস্যময় জীবন সন্ধানে

অবিমিশ্র কোলাহলে ডুবে মোহময় স্বপ্ন ।
যদিও বাতাসে সমুদ্রের ঘ্রাণ
যদিও আদিগন্ত সবুজের গলাগলি
পরাজিত বীরের মত
নুয়ে আসে ঝড়ের আকাশ
মনে হয় সেও এক
জীবননাটকের অচেনা পাণ্ডুলিপি।

কখনো মনে হয় আমিই আমার অচেনা সুদূর।
আমি নই যেন আমার।
আমার ভেতরের 'আমি' বিস্মিত চলিষ্ণুতায়
জেগে ওঠে এক অপার্থিব কল্পলোকে।

www.pathagar.com

মুছে যায় জাগতিক প্রাণাসক্তি দ্রাক্ষারস।
ভব-সমুদ্র থেকে অলোক সামান্যে সসীম সীমারেখা
টেনে দেয় কে আছে এমন!

কাল যখন আশ্রিত অনাদিকালে
অবিনশ্বর অধিগৃহে ডুবে যায় নশ্বরতা।
সময়ের বরফ গোলকে দাঁড়িয়ে
অনাগত ভবিষ্যতের আশ্রয় প্রার্থনা করি কিভাবে?
কোথায় সাম্প্রতিক বিশ্রামের ধার্য সময়?
আদিম স্রোতের ধারা বেয়ে চলে যায় বোধের আড়ালে
হোক সে গতকাল ইতিহাস ইতিবৃত্ত কিংবা পুরাতত্ত্ব
লীলায়িত শৈশব যুবতী দিবস অথবা
হিমায়িত অন্তকাল অনাশ্রিত পথিকের মত নি:স্ব।
জনপদে কোথাও দিন যাপনের
অট্টালিকা নেই তার।

ঊষালগ্ন থেকে শেষ বেলা একটি মোহময়
স্বপ্নের ভেতর জেগে ওঠা এইতো জীবন!
সময়ের ডামাডোলে কালচক্র বিচ্ছিন্ন করে
স্বপ্নের সানুদেশ
অনন্তের দিকচক্রে শুরু হয় অভিসার।
পথিকশালার প্রতিটি সময় বিন্দু
ঘুরে বেড়ায় অশরীরি স্ফটিকের নিসর্গ আত্মায়।
বস্তুজগতের নান্দনিক বিষয়াবলী
ভারি বিষাক্ত হয়ে ওঠে অনন্তের আয়নায়
ফুলশয্যা বলে বিবেচিত হতো যাকে
সেই যেন হতশ্রী আগুনে
অন্ধ করে চোখের মনি।

www.pathagar.com

সেই সমর্পিত প্রেমপাত্র কোথায়?
কোথায় সুখসূর্য আত্মীয়ের সংশ্রব-সরোকার?
প্রেমের তূর্যনিনাদ নেই আজ
সমাপ্ত সমস্ত আয়োজন
দূরস্থিত ধুঁয়াটে অনল।
নৈকট্যের ত্রিসীমানায় ঘেষে না কেউ
কেন তবে যন্ত্রণার পাথর কেটে কেটে
বিনির্মিত হয় সুখের বাসর।

ঘুমের ভেতরে স্বপ্ন স্বপ্নের ভেতরে ঘুম
চপল বাতাসে যেন সময়ের ফেনক নিঝুম।

২৪.১১.৯৯

www.pathagar.com

ফিরে দেখা

এক
ডানামেলা স্বপ্নেরা আকাশ দেখায়,
তিলতিল করে পথ চলতে শেখায়।
দুই
বরফের মত গলে শেষ হলো দিন
সঞ্চয় নেই কিছু অসহায় দীন।
তিন
কূল ভালো হলে শুধু জড়ায় না কূল
কূলশোকে ঝরে যায় শীতের বকুল।
চার
পার হয়ে গিরিপথ যেতে হবে দূর
বাধার প্রাচীর পথে, বুক দুরুদুর।
পাঁচ
জীবন সাগর তার নেই নেই থৈ
অথৈ জোয়ার বানে করে থৈ থৈ।
ছয়
হঠাৎ কখন জানি নতুন এক দ্বীপ
নিরাশার বুকে জ্বালে আশার প্রদীপ।
সাত
চেহারার রূপ দেখে চেনা যায় মন
মন তারি হল ঠিক সাড়ে তিন মণ।
আট
আকাশ জুড়ে নামলো আঁধার পথের শেষে পথ
দূরের পথে একলা পথিক টলটলে কিসমত।

www.pathagar.com

জীবনের অনুসঙ্গ

এক.
অনিশ্চয়তাই জীবনের অনুসঙ্গ
তবে চলে যাব বলে এখনই থাকবো না
এমনতো কোনো কথা নয়
এক বুক স্বপ্নের মাখামাখিতে ডুবে যাক
অনিশ্চয়তার ঘোলাটে প্রশ্ন।
দুই.
শিশুরা চেনে না যৌবন
যুবকের কাছে কদর নেই তার
অথচ বৃদ্ধেরা আমৃত্যু খুঁজে বেড়ায় তাকে।

০৩.০৯.৯৯

www.pathagar.com

অন্য কোথাও

বাউল বাতাস ডাক দিয়ে যায় নদীর কূলে
একলা তখন হারিয়ে যাবার মওকা মিলে
নয়ন জুড়ায় আকাশ ঘুমায় সাগর ঝিলে
মাথার ওপর নীলাম্বরী শূন্য ঝুলে।

সাগর ছোঁয়া বাতাস যখন গা ছুঁয়ে যায়
হিম হয়ে যায় মনের তোয়াল দূরের টানে
পড়ন্ত দিন সূর্য লুকায় আঁধার বানে
সন্ধ্যাছোঁয়া উদাস হাওয়া ফুঁদিয়ে যায়।

আকাশ পাড়ায় নামবে আঁধার একটু পরে
মেঘের পাখায় নীলের ছবি দোলায় মনে
অন্য কোথাও ঘর বানাবার সংগোপনে
অচিন হৃদয় অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরে।
সন্ধ্যা যখন ডাক দিয়ে যায় বিভেদ ঘাটে
অথৈ আঁধার বন্যা ডাকে সূর্য পাটে।

০৮.১১.৯৯

www.pathagar.com

ধুলির সুখাসন

নিষ্ঠুর পৃথিবীর শ্বাপদ আঙিনায়
এক চিলতে বিললিত সময়ের আমন্ত্রণে
ধুলির খেলাঘরে নির্মাণ করেছি
সুখাসন।
জীবনের ছন্দহীন বৃষ্টি ছুঁয়ে নদী
নদী হতে হতে সমুদ্র
অতপর সমুদ্র হয়ে আকাশ।

১১.১১.৯৯

www.pathagar.com

কান্নাহাসি

একটি প্রেমের হাতছানি ঠিক দূরের মাঠে
একটি বিভেদ দোলায় শরীর নদীর ঘাটে।

প্রেমের ঘাটায় নায়ের নাবিক ছাড়লো তরী
বিভেদ ঘটায় ঢেউয়ের ফেনা ছলচাতুরি।

একটি প্রেমের হৃদয় যখন আকাশ নীলে
বিভেদ তখন নিকষ আঁধার অশ্রু গিলে।

প্রেমের শরীর পুষ্ট যখন সবুজ ছোঁয়া
খুনের নেশায় বিভেদ কালো অগ্নিধোঁয়া।

প্রেমদরিয়ায় নীল যমুনার স্রোতের পানি
সুখসাগরে থৈ জাগা জল ছলছলানি।

শান্ত দুপুর প্রেমের খাঁচায় সুরের বাঁশি
ঝিল্লি মেয়ের নূপুর ঝুপুর কান্নাহাসি।

একটি প্রেমের সবুজ বসন পাগলপারা
যায় খসে যায় রুগ্ন মনের পলেস্তারা।

০৭.১১.৯৯

www.pathagar.com

চুমু খাওয়া বাতাস

হঠাৎ নির্জনতায় আন্দোলিত হই একদিন।
ঝাঁঝালো বাতাসে যেমন
আন্দোলিত রাজহাঁসের রেশমি পালক।
পরিচয়হীন নির্জনতা আমার
পার্শ্বচিত্র মাধবিলতার মত বেষ্টন করেছিলো
আমার আনত দৃষ্টি অজস্র কোলাহলে
ছড়িয়ে দিলো নিস্তব্ধ সন্তরণ।

আমি নির্জনতার হিমচেতনায়
আবেগের উষ্ণতা জড়িয়ে দিলে
বিপুলা শস্যক্ষেতে চুমু খাওয়া
বাতাস সাগরের সুঘ্রাণ জড়িয়ে দিল।
সেই নির্জনতা আজও খুঁজি।
নি:সঙ্গ জীবনে
নির্জনতাই কাঙ্ক্ষিত সুন্দর।

০৮.১১.৯৯

www.pathagar.com

অসম্ভবের সম্ভাবনা

যৌবন আজ দীপ্ত আলোর বন্যা
জীর্ণ দেয়াল ভেঙে করি খানখান
নতুন মন্ত্রে হয়ে যাক ধরা ধন্যা
গাই শুধু আজ প্রাণ খুলে সেই গান।
অসম্ভবের খুলবো সম্ভাবনা
প্রাচীন তিমির কংকাল হোক শেষ
কেটে যাক আজ যুগের দুর্ভাবনা।
প্রাণস্রোত যেন জাগায় নির্নিমেষ।

মিথ্যা মোহের পিরামিড যাক খসে
ইতিহাস হোক খুনরঞ্জিত ঢাল
অপদেবতার মমির শাস্ত্র ধ্বসে
নি:শ্বেষ হোক নির্মম জঞ্জাল।
যৌবন আজ দৃপ্ত অশ্বধ্বনি
চুরমার করে আস্ত পাথরখনি।

০৮.১১.৯৯

www.pathagar.com

দ্রোহের তরবারি

বিস্ফুরিত ক্ষোভের আগুন হোক
দ্রোহের তরবারি
অনাগত সন্তানের বসত ভিটায়
যারা বিষবৃক্ষের
ফসল ফলায়
পৃথিবীর সবুজ বীজতলাকে
ধ্বংসের নেশায় উন্মাতাল।
দ্রোহের তরবারি একবার দেখে নিক
তাদের অপআয়োজন।

১.১১.৯৯

www.pathagar.com

হাজার কালো রাত পেরিয়ে

অনেক পথের বাঁক পেরিয়ে
রক্তে ভেজা গোলক আমার
বাংলাদেশের বিজয় এলো।
উত্তমাশা বিজয় সেতো
অনেক আঁধার পর্দা ঠেলে
অর্জিত এক স্বর্ণালী সুখ।

বিজয় আমার তেপান্তরের সবুজরূপী শীতল ছায়া।
বর্ষা যখন বৃষ্টি ঢালে ঝুমুর ঝুমুর,
মেঘ মাখানো নিসর্গের ঐ রূপের নদী।
হাজার কালো রাত পেরিয়ে
জন্ম নিল সূর্য বিজয়

সেই বিজয়ের বলছি কথা
যখন বিজয় মাতৃভাষার বর্ণমালা
যখন বিজয় স্বাধীনতার গর্বিত ধন।
ঠিক তখনই, বর্ণালী সেই স্বাধীনতার রংধনুটা
ঝিলের জলে শাপলা ফুলে
কিংবা দীঘির কৃষ্ণজলে
রক্তময়ী পদ্মহাসি।

আমার বিজয় শিশির সিক্ত ঘাসের সকাল,
রিমঝিমাঝিম একটানা সুর
নূপুর ঝুপুর বৃষ্টি দুপুর
আমার বিজয় সন্ধ্যা ছোঁয়া আকাশ নিঝুম।
তারার সাগর ঝলমলে রাত
সেই বিজয়ের বলছি কথা
মেঘনা এবং কর্ণফুলী
পদ্মা নদী বিজয় আমার
রূপ সাগরের তরঙ্গ জল বিজয় আমার
আমার বিজয় স্বাধীনতার সবুজ পাখি।

www.pathagar.com

মাতৃভূমি স্বদেশ আমার জন্মভূমি
তোমার বুকে ঘুমায় রাতের গহিন আঁধার
ঝড়-বিচালির উষ্ণমায়ায়
এবং ধানের গোছায় গোছায় স্বপ্নবোনা তাজুল কৃষক।
আমার বিজয় জোসনা রোদে পুঁথির আসর
আমার বিজয় পথের পাশে লজ্জাবতী।
বিজয় আমার আমার মায়ের
গল্প বলা ঘুমের শোলক
বিজয় আমার পাহাড় ঘেষা
রাঙামাটি মেয়ের নোলক।

সেই যে আমার বিজয় হরিৎ শষ্যক্ষেতে হলুদ হলো
হঠাৎ কখন মটরশুটি ধান কাউনের গন্ধ হলো।
আমার বিজয়
বসন্ত আর বর্ষা শরত
হেমন্তের ঐ শিশির ঝরা
ঠান্ডা চাঁদের ধবল হাসি।

আমার বিজয় আমার করে কুড়িয়ে পাওয়া চিত্রা-হরিণ
সেই হরিণী দৃষ্টিতে যার আকাশ ডোবে।
সে দিন বিজয় বুকের ঘামে নাম লিখেছে।
নাম লিখেছে আমার প্রাণের কলজে জুড়ে

বিজয় মানে স্বাধীনতার মুক্ত আকাশ
বিজয় মানে শিউলিছোঁয়া শুদ্ধ বাতাস

বিজয় সেতো ঘুম জড়ানো রাখাল বালক
দোয়েল নাচা ভোরের মাঠে উদোম শরীর
বিজয় হল বৈঠা হাতে ডিঙি-নায়ের রনক মাঝি
হাওয়ার স্রোতে ভাটিয়ালি পল্লিগীতি।
বিজয় আমার জেলের ধরা চিংড়ি পোনা
পাবদা ইলিশ রুই কাতলের রূপোর ঝিলিক।

www.pathagar.com

বিজয় আমার বিজয় নিয়ে পংক্তিমালা
সেই কবিতা, 'স্বাধীনতার আকাশ' নামে নাম রেখেছি।
আমার বিজয় নেতিয়ে পড়া বিকেল মাঠে
গোল্লাছুটে হোঁচট খাওয়া দুষ্টু ছেলে
হজম করে ব্যথার ধকল কান্না লুকায়
বিজয়টাকে ছিনিয়ে নেবার তীব্র নেশায়
দূরন্ত সে মাঠের শেষে হাত ছোঁয়াতে।

বিজয় হল ডাহুকডাকা নিঝুম নিশি
একটানা স্বর রক্ত ঝরায় কণ্ঠ-নদী।
বিজয় হল ঘুম হারানো প্রিয়ার আঁখি
শ্রাবণ রাতে পানির থালায় জোসনা দেখে
বুক ডুবে যায় নয়নজলে।
বিজয় সেতো অভিমানী প্রেমিক যুগল
মনের ফিতায় লুকিয়ে থাকা নিরব ঝড়ে
দুদিক ফিরে আকাশ দেখা।
সেইতো বিজয়
ডাকপিয়নের সিল ভেজানো
প্রিয়ার লেখা গোপন খামে
দিন ফুরানোর প্রতীক্ষাতে কাতর হিয়া।
মেষ চরানো রাখাল ছেলের ভাঙা বাঁশি
সুরের জালে আটকে পড়া মেঘের ছায়া।

এইতো আমার বিজয়
আমার প্রাণের বিজয়
ভবিষ্যতের স্বপ্নবুকে ছোট্ট শিশু
কালের বালিশ মাথায় রেখে
ঘুমিয়ে পড়ে মায়ের কোলে।
গ্রাম্য পথের সেই বালিকা
মাথায় চিলতে কাপড় বেঁধে
মক্তবে যায়।
খেলার পুতুল সাজিয়ে রাঁধে ধুলির পায়েস।

www.pathagar.com

আমার বিজয়
হাজার নদী
বনবনানী
পাহাড় সাগর
ঝর্ণাধারা
বিজয় আমার সাগর ছোঁয়া সন্ধ্যাকাশের বিজন তারা।
আমার বিজয় আমার করে বিশ্ব দেখা
সেই বিজয়ের হাত ধরেছি
যেই বিজয়ে বিশ্ব লেখা
এখন আমার বিজয় মানে
নিজের মত বিশ্ব দেখা।
নাটাই হাতে কিশোর যেমন দোলায় ঘুড়ি
বিশ্বগোলক হাতের মুঠোয় দিচ্ছে তুলে
তেমনি আমার বিজয় তুড়ি।
এখন আমি বিজয় নিয়ে বলছি কথা
বিজয় আমার মনের আকাশ
স্বর্গ মর্ত পাতাল ঘুমায়
সেই আকাশে
সেই বিজয়ের স্বপ্নলেখা
এখন আমার বিজয় মানে
নতুন করে বিশ্ব দেখা।

১৬.১২.৯৯

www.pathagar.com

দ্রোহের খামার

আকাশ থেকে উল্টে পড়া
ধূমকেতু সে হাসবে কি? তার
রুদ্ররোষে আগুন ধরায়
শরীর ভরা দ্রোহের খামার।

চতুর্দিকে লাশের মিছিল
হাত বাড়ালো আকাশ গাঙে
রুখবে দানব অগ্নিগোলক
ধূমকেতু যে জীবন ভাঙে।

বারুদ মাখা শ্বাস ছুঁড়ে যেই
ধূমকেতু ঠিক তীর ঝলকে
ছাই হলো সে লাশের মিছিল
জগৎ বিরান এক পলকে।

১৪.১০.৯৯

www.pathagar.com

বুকের খাটে অচিন পাখি

কোন্ বনে আজ বাজলো বাঁশি
কাঁপন তোলে সর্বনাশী
সুরের যাদু টান দিয়েছে
মন করে আনচান
লক্ষ সাগর তৃষ্ণা বুকে অচিন পাখির গান।

আকাশ ভরা অগ্নিদুপুর
হাওয়ার শোকে উদাস নূপুর
বুকের তলে ডাক দিয়ে যায়
দূরের কোনো গান,
লক্ষ সাগর তৃষ্ণা বুকে মন করে আনচান।

এমন সময় একলা ঘরে
থাকবো বলো কেমন করে
যখন সুরের বান ডেকে যায়
নিসর্গের ঐ গান
বুকের খাটে অচিন পাখি মন করে আনচান।

কেউ থাকে না আপন বুঝি
অন্য কোনো গগন খুঁজি
জীবননদী বাঁক পেরিয়ে
মন যেন টানটান
বুকের খাঁচায় অচিন সুরে
দূরের কোনো গান।

১১.১০.৯৯

www.pathagar.com

একটি বিকেল

গতর খেটে
দিন ফুরালো
হায় জীবনের খেল
ধুলার ঢেউয়ে
ডুবলো সাধের
সোনালী মার্বেল।

ঠিক বুঝিনি
প্রথম যেদিন
ভোরের শিশির গান
রক্তে আঁকা
স্বপ্ন ফেটে
ভাগ হলো খানখান।

একটি বিকেল
ধার নিয়েছি
তুলতে নতুন ঘর
রাত্রি জাগার
আগেই সবুজ
মিলবে পরস্পর।

২৪.০৯.৯৯

www.pathagar.com

দাঁতাল দুপুর

এক
মাটির ঠিল্লায় পাথর ছোঁড়ার মত
ভেঙে যায় বিশ্বাসী কলস
ঠুনকো কাঁচের বেড়া
কী করে ঠেকাবে দাঁতাল দুপুর!

দুই.
কালের কোদাল কোপ দিয়েছে কোমরে
খাড়া হওয়ার মওকা মিলবে না আর
রাতের শিয়রে দাঁড়িয়ে সূর্য
খানিক বাদে তলিয়ে যাবে অন্ধকারে!
হা হয়ে আছে কবর
যাবে কি না সে প্রশ্ন অবান্তর,
কাফনের কাপড় বাকি
জানাজার খাটিয়া প্রস্তুত।

২৭.০৯.৯৯

www.pathagar.com

সরোবরে মতিহার

অন্ধকারের বন্ধ দুয়ারে লক্ষ রবির ঢল
আকাশ জমিনে কোলাকুলি আজ আনন্দ উচ্ছল।
মুক্ত আকাশ মুগ্ধ প্রাণের জোসনা বিলাবে রোদ
বাতাসে বাতাসে ফুলের সুবাসে ডুবে যাক প্রতিশোধ।
গলায় গলায় গলাগলি আর বুকে বুকে হবে মিল
খুশি খুশি রব ছড়িয়ে ছড়িয়ে তরতাজা হবে দিল।

জীবন জীবনে জীবন বুননে স্বপ্নীল সরোবর
সাগর সাগরে সাজায় সাহারা আনন্দ নির্ঝর।
মেঘে মেঘে বাজে কলকল্লোল সুরহিল্লোল দোল
ফুলে ফুলে সুখ নেচে নেচে যায় দোলে দোলে খায় বোল
আলোয় আলোয় পাতার পাঁজরে হলুদ তুলেছে ঢেউ
সবুজে সবুজে হলুদ মাখিয়ে জীবন এঁকেছে কেউ।

মাঠে মাঠে আজ সুরের মিতালি ভরে ভরে যায় মন
নেই নেই আজ জীবন বেদনা দুখ দুখ জ্বালাতন।
সুখ সুখ শুধু সুখের মিনারে মননের মতিহার,
অন্তর তলে জড়িয়ে জড়িয়ে তুলে নেব বারবার
পাহাড়ে সাগরে সবুজে মরুতে আকাশ ডুবেছে নীল,
বিশ্বসাগরে বন্যা জেগেছে আনন্দ ঝিলমিল।

১০.০৯.৯৯

www.pathagar.com

সাতসমুদ্র প্রেম

এক

প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ
তোমার মাটির স্নিগ্ধ সৌরভে
বেড়ে উঠেছে আমার দেহ বৈভব।
তোমার নরম উষ্ণতায়
সুখ তুলেছি মনের মিনারে।
স্বদেশ তুমি আমার আরামের ঠিকানা।
তোমার আকাশে
রূপালী জোসনারা পারদের মত
খেলা করে যখন
দীঘল রাতের
স্তব্ধতা শেষে দোয়েলের শীস বেয়ে
নেমে আসে শিশিরের সকাল
এবং যখন টগবগে লাল সাদা
শাপলার গালে চুমু খায়
সকালের শিশু রোদ
তখন তোমার সাথে কোন রূপসীর তুলনা?

দুই

প্রিয় মাতৃভূমি
তোমার একক নিরালা দুপুর
বোবা নিশ্বাসে ভরে তোলে নিসর্গ।
আদিগন্ত সবুজ শাড়ির উদাসী আঁচল
নদীপথ
মাঠ ঘাট তেপান্তর
হরিণি চোখ যেন মুগ্ধ

www.pathagar.com

তিন

প্রিয় বাংলাদেশ
ঝিঙে ফুলের হলুদ পাপড়িতে
সাতরঙা প্রজাপতি
এবং গুণগুনাগুন বিহঙ্গ তুমি।
তুমি তালতমালের জমাটবদ্ধ সবুজ
অশোকের ডানামেলা অন্ধকার
এবং কাঁচা লেবুর বনানী সৌরভ।

চার

আমার বাংলাদেশ
তোমার পাখিরা যখন রাতের ছায়া ছুঁয়ে
ফিরে যায় আকাশপথে
যখন কুয়াশারা আঁচল মেলে
দাঁড়ায় দিনের বিপরীতে
এবং অন্ধকারে ডুবে যায় জনপদ
তোমার নক্ষত্রেরা
আলোর খৈ ছিটিয়ে
সাঁতার কাটে রাতের সাগরে।

পাঁচ

মাতৃভূমি আমার
তুমি খরস্রোতা মেঘনার
রূপালি ইলিশ
লবণ মমতায় জেগে ওঠা
সুন্দরবনের চিত্রালী হরিণ
লাল হরিণির টলটলে চোখ
এবং পেখম ছড়ানো ময়ূরী সুখ।

www.pathagar.com

ছয়

আমার স্বদেশভূমি
তোমার বুকে
শরতের কাশফুলেরা
হিমেল বাতাসের কানে
জীবনের কথা বলে
এবং সোনালী ধানের মাঠে
ঘুমায় হেমন্তের মিষ্টি বিকেল
শীতের কুয়াশারা স্তূপ হয়
হাসনাহেনার ঝোঁপে
বাসন্তী স্পন্দনে
জেগে ওঠে ফুলের খামার
এবং কাঠফাটা গ্রীষ্মের টানে
ধেয়ে আসে বর্ষার নির্ঝরিণী।
দল মেলে ডগমগ কলমী ফুল।

সাত

প্রাণের বাংলাদেশ
আর কেঁদো না
তোমার ব্যথিত আত্মার অশ্রু
সইতে পারি না মোটে।
বুক পেতেছি দেখ
পরানের গহিনে
কোন মানচিত্র কথা বলে
এই নাও সাতসমুদ্র প্রেম
যা আছে শেষ বিন্দু আজ
দিয়েছি ঢেলে।
তোমার সন্তান, যারা
জীবনের বিনিময়ে চায় তোমাকে
ভালোবাসা তাদের জন্যেও।

২৬.০১.২০০০

www.pathagar.com

জোসনা গোসল

রাত্রি গভীর নিঝুম হলে একলা ভাসে চাঁদ
থাকতে চাঁদের সঙ্গী মনে জাগলো আর্তনাদ।
বললো এসে রাতের মিনার বাড়িয়ে ধরে হাত
যাচ্ছি ঘরে ঘুমের সাথে করতে মোলাকাত।
চললো শেষে দূরের পাখি ঘুম জড়ানো চোখ
ঘুমের ভারে সাগর দোলে দোলে চন্দ্রালোক।

তোমরা সবাই ঘুমিয়ে থাক একলা আমি ঠিক
থাকবো চাঁদের সঙ্গী হয়ে রূপালী ঝিকমিক।
জোসনাধোয়া হাওয়ার জলে গোসল সেরে পর
বাঁধবো শীতল ছায়ার আশায় শূন্যের ওপর ঘর।
থাক পৃথিবীর বুকের জ্বালা যাক ধুয়ে যাক দুখ
সুখ মাখানো জোসনা ঢালুক মিষ্টি চাঁদের মুখ।

২১.০৮.৯৯

www.pathagar.com

আকাশ পাতাল

আমরা আলোর আকাশ গড়ার স্বপ্ন দেখি
আমরা নতুন মুক্ত ভোরের কাব্য লেখি।
আবিষ্কারের তীব্র নেশায় বিশ্ব ঘুরি
আলোর খেয়ায় আনবো রসের স্বপ্নপুরি।
মুগ্ধ মনের মহৎ মিনার সাজিয়ে ফুলে
গভীর আশায় ডাক দিয়ে যাই আকাশ কূলে।

বিশ্বাসে আজ লবণজলের তিক্ত ছোঁয়া
বন্য বাতাস নাকের শিরায় দিচ্ছে ধোঁয়া।

আমরা স্বাধীন মুক্ত মালা গানের পাখি
বৃষ্টি পানির শুদ্ধ সুবাস কণ্ঠে মাখি।
সুরের সুতোয় বুনছি সুখের সরস মালা
চাঁদের জলে রুখবো দারুণ বক্ষজ্বালা।
আমরা এখন নিঝুম দুপুর ঈগল চোখা
দৃষ্টি ঝরায় অগ্নিবারুদ রক্ত রোখা।
অমঙ্গলের মুন্ডু খসাই পুড়িয়ে দেব
অসুন্দরের বক্ষপাঁজর গুড়িয়ে দেব।
আকাশ পাতাল মর্তলোকে স্বর্গ ঘরে
গড়বো সবাই সুখের বাসর পরস্পরে।

৩০.১১.৯৯

www.pathagar.com

হাত বাড়িয়ে আকাশ

প্রেমসাগরে নীল চাঁদোয়া ভাসছে প্রেমের ফুল
প্রেমসুবাসে যাক ধুয়ে যাক সব জীবনের ভুল।
আকাশ প্রেমে উতল সাগর কলকলানো ঢেউ
বুকের খাটে রাখছি আকাশ দেখবি তোরা কেউ!

বড় হবার জন্যে বড় স্বপ্ন থাকা চাই
সাত আকাশে স্বপ্নমাখা পাল ওড়াতে যাই।

ঘরের কুনুই ঘরেই থাকুক আয়রে পাখি তুই
খুঁজবো সবুজ বনবনানী হাসনাহেনা জুঁই।
হুতুম পেঁচা মরুক শোকে দেখিস না তার রূপ
মন্দ বলুক শেয়াল কুকুর মাতিস না থাক চুপ।

প্রেমসাগরে ডুব দিয়ে তুই আকাশ পানে যা
হাত বাড়িয়ে সপ্ত আকাশ রাখবে কোলে পা।

১৯.০৬.৯৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com